প্রতিজ্ঞা পূরণে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা

আদিপুস্তক ২০.১-১৮ পদ

বিশ্বাসী আমাদের অবিশ্বাসের কাজ দেখে ঈশ্বর কি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে অস্বীকার করেন? খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমাদের জীবনে এই প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাদের পার্থিব জীবনে বিশ্বাসী আমরা অনেক সময়ই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের খাঁটি বিশ্বাসের পরিচয় রাখতে ব্যর্থ হই। আমাদের সেই ব্যর্থতার কারণে ঈশ্বর কি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে দূরে সরিয়ে রাখেন? যদি তাই হত, তাহলে যীশুকে বিশ্বাসের পর আমাদেরকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবন যাপন করতে হত। অন্যভাষায় বলা যেতে পারে যে, আমরা যদিও আমাদের সৎকাজের দ্বারা আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ পাইনি, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা পাওয়া সেই পরিত্রাণ সৎকাজের দ্বারা আমাদের রক্ষা করতে হবে। এখন, সত্যি কথা হল, আমি যা আমার নিজের ক্ষমতায় লাভ করতে পারি না, তা কি কখনও আমার ক্ষমতায় আমি রক্ষা করতে পারি? আর, তা যদি রক্ষাই না করা যায়, তাহলে তা পেয়ে কী লাভ?

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শিক্ষা দেয়, পাপে সম্পূর্ণ পতিত আমরা যখন ঈশ্বরের আশির্বাদ লাভে কোনও অর্থেই যোগ্য ছিলাম না, তখন ঈশ্বর সেই অনন্ত বিনষ্টতা থেকে উদ্ধার করতে তাঁর নিজের মঙ্গল ইচ্ছানুসারে কিছু মানুষকে মনোনীত করলেন। সেই সমস্ত মনোনীতদের উদ্ধারার্থে তিনি যীশু খ্রীস্টকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন, যিনি নিজে দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করলেন। তাই, উপযুক্ত সময়ে পবিত্র আত্মার দেওয়া আভ্যন্তরীন আহ্বাণ তথা বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহে তিনি আমাদের তাঁর সন্তান করেছেন। আবার তিনিই শেষপর্যন্ত তাঁর অনুগ্রহে আমাদের পরীক্ষাসিদ্ধ তার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাই, তাঁর সন্তান আমরা পথ চলতে চলতে যখন তাঁর হাত ছেড়ে দিই, হোঁছট খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পরি, তখন তিনিই তাঁর স্নেহের হাত দিয়ে মাটি থেকে আমাদের টেনে তোলেন। তাই, তিনি আমাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা করেছেন, *"আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না"* (ইব্রীয় ১৩.৫)। আমাদের অবিশ্বাস কখনও ঈশ্বরকে তাঁর বিশ্বস্ততা থেকে বিচলিত করতে পারে না।

এর আগে আমরা দেখেছি, *"অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন, আর ঈশ্বর তার পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণনা করলেন"* (আদি ১৫.৬)। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের আদিপিতা সেই অব্রাহাম যখন ভয় পেয়ে অবিশ্বাসের আচরণ করেছিলেন, তখনও ঈশ্বর তার প্রতি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিলেন, অব্রাহামের বিবাহকে আদরণীয় ও সেই শয্যাকে বিমল (ইব্রীয় ১৩.৪) রেখেছিলেন। এর দ্বারা ইস্হাকের জন্ম তথা প্রভু যীশুর জন্মের পথকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। এতে অব্রাহাম নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পেয়েছিল, কারণ সে উপলব্ধি করেছিল যে, অব্রাহামের সাহায্য ছাড়াই এবং অব্রাহামের অবিশ্বাস সত্ত্বেও ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পণা পূর্ণ করতে সক্ষম। এর আগে একবার স্ত্রীর কথা শুনে অব্রাহাম নিজের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পণাকে বাস্তবায়িত করতে, ঈশ্বরকে সাহায্য করতে, দাসী হাগারকে বিয়ে করেছিল। তখন সে ঠেকে শিখেছিল মানুষ হয়ে ঈশ্বরকে সাহায্য করা কতখানি মূর্খের কাজ। ২০ অধ্যায়ের ঘটনার দ্বারা অব্রাহাম আবার ঈশ্বরের মহত্ব ও সার্বভৌমত্ব উপলব্ধি করেছে।

২০.১ পদে আমরা পাই, পশুপালক অব্রাহাম তার যাযাবর জীবনের প্রকৃতিকে মেনে হয়ত পশুদের খাবারের খোঁজে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। কাদেশ ও শূরের মধ্য দিয়ে গরারে গিয়ে পৌঁছান। এটা হল প্যালেষ্টাইনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের সমুদ্র উপকূল। অব্রাহামের সময় যে সমস্ত লোকেরা এখানে বাস করত, তারা পরবর্তীকালে পলেষ্টিয় নামে পরিচিত হয়। এদের সঙ্গে ইস্রায়েলের শত্রুতা দীর্ঘকালের, এদেরই মধ্য থেকে 'গলিয়াদ' নামে এক যোদ্ধা উঠেছিল, যাকে দাউদ হত্যা করেছিল। এই অঞ্চলের লোকেরা কনানীয় ছিল না, এরা মিসর থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করেছিল।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

এই ঘটনার প্রায় ২৫ বৎসর আগে, ১২ অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম কনানে ভারি দুর্ভিক্ষের কারণে অব্রাহাম মিসরে বাস করতে গিয়েছিল। কিন্তু মিসরে গিয়ে অব্রাহাম যে সমস্যার আশঙ্কা করে সমাধানের ভুল পথ বেছে নিয়েছিল, গরারেও অব্রাহাম সেই ভুল পথকেই অনুসরণ করল। উভয় ক্ষেত্রেই অব্রাহাম নিজের প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। ২৫ বৎসর আগে সারার সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করে (১২.১১-১২) অব্রাহাম এমন আশঙ্কা করেছিল। কিন্তু ২৫ বৎসর পর বৃদ্ধা সারার (১৮.১১-১৩) সৌন্দর্যের কথা ভেবে নয়, হয়ত স্ত্রী-ধনের কথা চিন্তা করে অব্রাহাম শঙ্কিত হয়েছিল। ধরা যেতে পারে, গরারে অব্রাহামের বেশিদিন থাকার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অব্রাহামের জনবল, ধনবল ও পশুবল গরারের লোকদের চোখ এড়াইনি। এখন, সারাকে বিয়ে করে অব্রাহাম এমন ধনী হয়েছে, একথা উপলব্ধি করে, সেই স্ত্রী-ধন লাভ করতে গরারের রাজা অবীমেলক সারাকে বিয়ে করতে চায়। কারণ, এর আগে ১৮.১০, ১৪ পদে আমরা দেখেছি, সদাপ্রভু অব্রাহামকে বলেছেন যে মাত্র ১ বৎসর পর সারা সন্তান প্রসব করবে। সেই কারণে, গর্ভবতী বৃদ্ধা সারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নয়, কিন্তু স্ত্রী-ধনের লোভেই অবীমেলক সারাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

এখন ঈশ্বর যখন বৃদ্ধা সারার গর্ভে সন্তানের জন্মের কথা বলেছিলেন, তখন অব্রাহাম ও সারার পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন ছিল। সারা সেই কথা শুনে হেসেও ফেলেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলস্বরূপ, একে অন্যের প্রতি তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেবল তাই নয়, তারা জানত যে তাদের সন্তানেরই বংশধর হয়ে পরিত্রাতা খ্রীস্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। এখন, তারা যদি উপলব্ধি করত যে ঈশ্বর কখনও তাঁর চুক্তি লঙঘন করেন না;তাহলে, প্রাণহানির আশঙ্কায় অব্রাহামের শঙ্কিত হবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে অব্রাহাম ও সারাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

কিন্তু অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রদর্শণে ব্যর্থ হল। কারণ তাদের বিশ্বাস ভয়ের কাছে হেরে গিয়েছিল। এই ভয়ই অব্রাহামকে পুরানো পন্থা অবলম্বণ করতে বাধ্য করল। অব্রাহাম সারাকে বোন বলে পরিচয় দিল, সারা অব্রাহামকে ভাই বলে পরিচয় দিল (৫ পদ)। অবশ্য এর মধ্যে আংশিক সত্য বর্তমান;কারণ, অব্রাহাম ও সারার বাবা এক হলেও মা পৃথক ছিলেন; পরে তাদের বিয়ে হয়েছিল (২০.১২)। বুঝতে হবে, তারা এইভাবে আংশিক সত্যকে ব্যবহার করে অবীমেলককে প্রতারিত করতে চেয়েছে। আমরা যখন অর্ধেক সত্য বলি আর অর্ধেক সত্য গোপন রাখি, তখন আমরা মিথ্যা বা ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে ঠকাতে চাই। তাই, অর্ধ সত্য মিথ্যারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু অব্রাহামের ন্যায় বিশ্বাসী কীভাবে সেই একই ভুল আবার করতে পারল?

আমরা হয়ত এমন কাজের জন্য অব্রাহামের প্রতি আঙ্গুল তুলতে পারি। কিন্তু আমরা যদি সত্য স্বীকার করি, তাহলে আমরা প্রত্যেকেই অব্রাহামের ন্যায় একই অপরাধে অপরাধী। এর থেকে একটা কথা খুবই স্পষ্ট যে, আমরা কত দূর্বল! পিতামাতা-সন্তান, ভাই-বোন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের আবদ্ধ করেছেন। কিন্তু যখন আমরা সেই সমস্ত সম্পর্কের পবিত্রতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হই, কিংবা একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় রাখতে ব্যর্থ হই; তখন আমরাও একই অপরাধে অপরাধী হই। পরিবেশ বা পরিস্থিতির চাপে যখন আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টকে স্বীকার করতে ভয় পাই; তখনই আমরা এমন কাজ করে থাকি।

যে ভয় অব্রাহামকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল, বাস্তবে সেই ঘটনাই ঘটল। অব্রাহাম প্রাণে বাঁচলেও সারার গর্ভে যে প্রতিজ্ঞার সন্তান আছে, তার কী হবে? ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি অব্রাহাম বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে ব্যর্থ হলেও, ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে ঘটনা প্রবাহে হস্তক্ষেপ করলেন। ঈশ্বর অবীমেলক ও তার পরিবারে অসুস্থতা আনলেন এবং অবীমেলকের গৃহের সমস্ত গর্ভ রোধ করলেন (১৭, ১৮ পদ)। এ যে কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়, তা স্পষ্ট করে জানাতে ঈশ্বর স্বয়ং স্বপ্নে অবীমেলককে তার পাপের কথা জানালেন। অবীমেলক নিজের নির্দোষতার (৫ পদ) কথা বললেও, নিজের ও নিজের রাজ্যের লোকদের মহাপাপের কথা স্বীকার করেছে (৯ পদ)। ঈশ্বরও অবীমেলকের নির্দোষতার কথা স্বীকার

করেছিলেন এবং নির্দোষতার পাপ থেকে ফিরতে তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন। কারণ, ঈশ্বর ইচ্ছা করলে তখনই অবীমেলক ও তার পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি; পরিবর্তে *"ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে তিনি তাকে বারণ করলেন, ও সারাকে স্পর্শ করতে দিলেন না।"*

বিশ্বাসী অব্রাহাম তার কাজের জন্য অবিশ্বাসী অবীমেলকের সামনে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হল। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি অবিশ্বাসের পরিণাম কতখানি মর্মান্তিক, তা অব্রাহাম হাড়ে হাড়ে টের পেল। অবীমেলক যখন অব্রাহামের অবিশ্বস্ততা ও প্রতারণার কথা বলে অব্রাহামকে ভৎসনা করেছিল, অব্রাহামের উচিৎ ছিল, নিজের অপরাধ স্বীকার করে, মানুষের পাপ থেকে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পণার কথা তথা সুসমাচার অবিশ্বাসী অবীমেলককে শোনানো। কিন্তু অব্রাহাম সেই কাজেও ব্যর্থ হল, নিজের অপরাধ ঢাকতে অজুহাত খাড়া করল, ঈশ্বরের চুক্তির দৃষ্টিকোন থেকে যার কোনও যুক্তি নেই। আমরাও একইভাবে যদি কেবল ঈশ্বরের বিচারের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমাদের অপরাধ স্বীকার করতে চাইব না। কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের পাশাপাশি আমরা যদি তাঁর অনন্ত অনুগ্রহ ও ক্ষমার কথা চিন্তা করি, তাহলে আমরা কখনও আমাদের অপরাধ ঢাকতে চাইব না। অব্রাহাম গরারের অবিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাসীর পরিচয় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল, আমরা কি আমাদের সমাজে আমাদের সঠিক পরিচয় দিচ্ছি?

অবীমেলক ঈশ্বরের কথামতো কাজ করেছিল। কেবল সারাকে ফিরিয়ে দেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে মেষ, গোরু ও দাস-দাসীও দান করল (১৪ পদ); এর দ্বারা অবীমেলক দেখাতে চেয়েছিল যে অব্রাহামের সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা নেই। এছাড়া, অবীমেলক অব্রাহামকে সেই দেশে স্বাগত জানালো, একজন মুক্ত নাগরিকের অধিকার দিল (১৫ পদ)। আবার, এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা দান করে অবীমেলক অন্যের স্ত্রীকে নিজের ঘরে আনার অপরাধের জরিমানা দিল।

অবীমেলককে বলা হয়েছিল যে, অব্রাহাম একজন ভাববাদী (৭ পদ)। তাকে আরও বলা হয়েছিল যে অব্রাহামের প্রার্থনার দ্বারাই অবীমেলক বাঁচবে (৭ পদ)। অবীমেলক ঈশ্বরের সেই কথা বিশ্বাস করেছিল ও সেই কথা পালন করেছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ভাববাদী হিসাবে অব্রাহাম অবীমেলকের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বর অবীমেলকের গৃহের গর্ভ্ত রোধ করেছিলেন; তাই অব্রাহাম সেই গৃহের গর্ভ্ত মুক্ত করতে ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানালো। ভাবতে অবাক লাগে, যে অব্রাহাম নিজে দীর্ঘকাল ধরে সন্তানের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেও উত্তর পায়নি; ঈশ্বর সেই অব্রাহামকে অবীমেলকের গৃহের বন্ধ্যত্ব দূর করতে প্রার্থনার দায়িত্ব দিলেন। কেবল তাই নয়, ঈশ্বর অব্রাহামের প্রার্থনা শুনে অবীমেলকের গৃহে গর্ভ্ত উন্মোচন করলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার উত্তর প্রার্থনাকারীর উপর নির্ভরশীল নয়; কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার উপরই নির্ভরশীল। তাই, আমরা যখন আমাদের বিনতি সকল ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসি, তখন যেন অবশ্যই যীশুকে অনুসরণ করি, *"আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক"* (লুক ২২.৪২)।

একদিকে বিশ্বাসী অব্রাহামের অবিশ্বাসের আচরণ; অন্যদিকে অবিশ্বাসী অবীমেলকের ঈশ্বরের বাক্য পালন; আমাদের আত্মসমীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। পৌল বলেছেন, *"নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি-না; প্রমাণার্থে নিজেদেরই পরীক্ষা কর"* (২ করি ১৩.৫)। অবশ্য মনে রাখব, আমরা অবিশ্বস্ত হলেও, আমাদের ঈশ্বর সর্বদা আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণে বিশ্বস্ত!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)